পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 21 ❑ 11 Aug., 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

কাজ না করলে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ তৃণমূল জেলা সভাপতির

প্রতিনিধি : সামনের বছর পঞ্চায়েত ভোট। সেদিকে তাকিয়ে দলের কাজ না করা দলের বিভিন্ন স্তরের সভাপতিদের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে বুধবার জানিয়েছেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নবনিযুক্ত সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি দিনরাত এক করে কাজ করছেন। কিছু নেতা ভাবছেন বাড়ি বসে সেই সুফল পাবেন। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই, যেসব পদাধিকারীরা কাজ করছেন না, দল তার মূল্যায়ন করছে। হয় কাজ করুন নয় দল থেকে সরে দাঁড়ান। আপনাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। দিন কয়েক আগে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। এদিন বনগাঁর নীল দর্পণ ভবনে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সকল ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, সভাপতি সহ সর্বস্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে সভা করেন বিশ্বজিৎ। সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "আগামী ১০ দিন সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধানদের

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বুথে বুথে গিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনতে হবে। অসুবিধা থাকলে আমাদের জানাতে হবে। যেসব পঞ্চায়েত প্রধানরা চার বছর সাড়ে চার বছর কাজ করেননি, এখনো সময় আছে মানুষের জন্য কাজ করুন। এদিন সভায় বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বদের পাশাপাশি ছিলেন অশোকনগর এর বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বনগাঁর বর্তমান চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যকে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে। অনেকদিন পর তৃণমূলের কোনো সভায় আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন শঙ্কর। তিনি ভাষণও দিয়েছেন, গোপাল শেঠ যতদিন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ছিলেন, ততদিন তাকে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ দাস বলেন, আমাদের মধ্যে এখন কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। এদিন সকল স্তরের নেতা জন-প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।" এই সভাকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, "যেমন জল ছাড়া মাছ বাঁচে না। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছাড়া তৃণমূল বাঁচবে না। সব চোর। খুব তাড়াতাড়ি জেলে ঢুকবে সব।"

শেখ হাসিনার কাছে ক্যুরিয়ার করে পাঠানো হলো ইছামতীর কচুরিপানার তৈরি রাখি

জয় চক্রবর্তী : ইছামতীর কচুরিপানা দিয়ে তৈরি রাখি এবার পৌঁছালো পদ্মাপারে। বুধবার বনগাঁ পৌরসভার পক্ষ থেকে সেই রাখি, মিষ্টি পৌঁছে দেওয়া হল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে। এদিন সকালে বনগাঁ পেট্রোপোল বন্দরে যান বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। ওই দেশ থেকে আসেন সাংসদ শেখ আফিল উদ্দিন। তার হাতে কচুরিপানা দিয়ে তৈরি রাখি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেওয়ার জন্য তুলে দেওয়া হয়। গোপাল বাবু বলেন, "দু'দেশের মৈত্রী বন্ধন আরো দৃঢ় করতে এবং স্থানীয় মহিলাদের তৈরি কচুরিপানার রাখি যাতে ভবিষ্যতে রপ্তানি করা যায় সেই লক্ষ্যেই এই রাখিগুলি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে

উপহার স্বরূপ পাঠানো হলো। আমরা কচুরিপানা থেকে তৈরি সামগ্রীর ব্যবসা করতে চাই।" বাংলাদেশের সাংসদ শেখ আফিল উদ্দিন বলেন, "দুই দেশ ও দুই বাংলার বন্ধন অনেক দৃঢ়। রাখি বন্ধন সেটাকে আরো মজবুত করে। কচুরিপানার রাখি ভবিষ্যতে ব্যবসায়িকভাবে অবশ্যই কাজে লাগানো যেতে পারে।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার একই ভাবে রাখি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কাছে। রাখি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে। বনগাঁ পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, রাখিগুলি ক্যুরিয়ার করে সেই দেশগুলির দূতাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলি পৌঁছে যাবে।

তৃতীয় পাতায়...

ডেঙ্গি রুখতে তৎপর পৌরসভা, ছাড়া হলো গাপ্পি

প্রতিনিধি : বর্ষা এলেই জমা জলে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ে। ডেঙ্গি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এবার বর্ষা আসতেই ডেঙ্গুর প্রকোপ রুখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করল বনগাঁ পৌরসভা। এলাকার খাল, বিল, নালা,ড্রেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি গাপ্পি মাছ ছাড়া হলো পৌরসভার পক্ষ থেকে।

পৌরসভার মাধ্যমে জানা গিয়েছে, 'অতীতে বর্ষা এলেই বনগাঁ পৌরসভা এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ দেখা গিয়েছে। সেই সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সচেতনতা প্রচারের পাশাপাশি ড্রেন খানাখন্দে গাপ্পি মাছ ছাড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। গাপ্পি মাছ মশার লার্ভা খেয়ে ধ্বংস করে। ফলে মশা দমনের ক্ষেত্রে এই মাছ খুবই ফলপ্রসূ। সে কারণে সোমবার থেকে বনগাঁ পৌরসভার বিভিন্ন খাল বিল জলাশয়ে এই মাছ ছাড়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। পৌরকর্তা জানিয়েছেন, 'এখন এলাকার ২০টি জলাশয়ে কুড়ি হাজার গাপ্পি মাছ ছাড়া হচ্ছে। মোট ৪৫ টি জলাশয় ও ড্রেনে ৪৫ হাজার মাছ ছাড়া হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে গাপ্পি মাছ পৌরসভাকে পাঠানো হচ্ছে। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "আমরা ডেঙ্গি রুখতে বদ্ধপরিকর। এলাকায় প্রচার চালাচ্ছি। পাশাপাশি এই মাছ শহরের বদ্ধ জলাশয়ে ছাড়া হবে। এই মাছ ডেঙ্গি মশার লার্ভা ধ্বংস করবে।

এ বিষয়ে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "ডেঙ্গি রুখতে পৌরসভা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আগে এলাকায় মশা মারার ওষুধ স্প্রে করা হত। ড্রেন নর্দমা পরিষ্কার করা হতো। এসব কিছুই হচ্ছেনা। এখন লোক দেখানোর জন্য মাছ ছেড়ে সস্তার রাজনীতি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে গোপাল বাবু বলেন, "বিরোধীরা রাস্তায় বেরোয় না। এলাকার খবর রাখেন না। ঘরে বসে মিথ্যাচার করেন।

১০০ দিনের প্রকল্পের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ গ্রামবাসীর

প্রতিনিধি : ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল বাগদা ব্লকের রণঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের আউলডাঙ্গা গ্রামে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল আউলডাঙ্গা গ্রামে যান ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে। সেখানে প্রতিনিধি দলের সামনে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এবং দাবি করেন একশ দিনের প্রকল্পে তারা কাজ করেছেন কিন্তু টাকা-পয়সা কিছু পাচ্ছেন না। বিজয় বিশ্বাস নামে এক গ্রামবাসী প্রতিনিধি দলের কাছে বলেন "তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু টাকা পাননি। যারা কাজ করেনি তাদের জব কার্ড নিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। তাদেরকে ৫০০ টাকা করে দেওয়ার বিনিময়ে। এই প্রকল্পের কাজে এখানে লুটপাট চালানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলের এক সদস্য গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে বলেন "আমি এই সমস্ত প্রকল্পের কাজ এখানে দেখতে এসেছি। আপনার নিশ্চিত থাকুন। পরবর্তী সময়ে আপনারা নিশ্চয়ই টাকা পাবেন। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের গোপা রায়

তৃতীয় পাতায়...

বাবাকে মারধরের অভিযোগে ধৃত ছেলে

প্রতিনিধি : বাবাকে মারধর করার অভিযোগে ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রোপোল থানার পেট্রোপোল গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতর নাম রতন দাস। আহত বাবার নাম রবিন দাস। পেট্রোপোল গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রতন বাড়ির বড় ছেলে। সে তার অসুস্থ বৃদ্ধ বাবাকে দেখাশোনা করত না। যা নিয়ে মা ও পরিবারের অন্যদের সঙ্গে বিবাদ চলত রতনের। রবিবার রাতে বাবা মা এই বিষয়ে রতনকে প্রশ্ন করতেই বিবাদ চরমে পৌঁছায়।

তৃতীয় পাতায়...

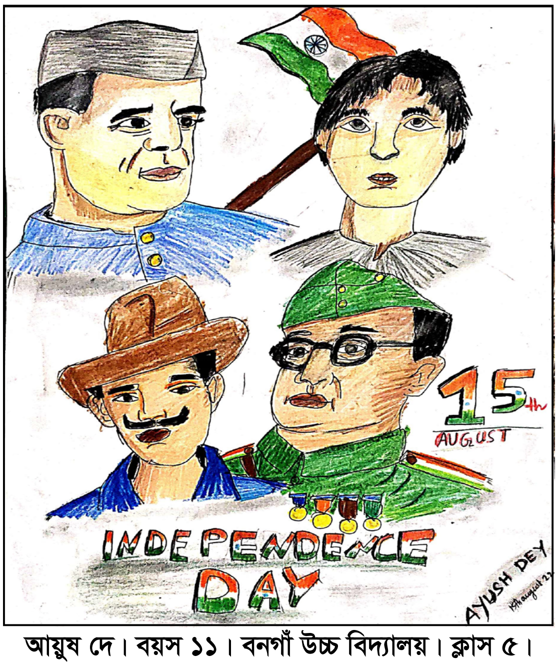

আয়ুষ দে। বয়স ১১। বনগাঁ উচ্চ বিদ্যালয়। ক্লাস ৫।

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❑ সংখ্যা ২১ ❑ ১১ আগস্ট, ২০২২ ❑ বৃহস্পতিবার

খবই যখন খবর হয়ে যায়

যুগে যুগে যখনই অধর্ম বৃদ্ধি পায়, তখনই স্বয়ং বিষ্ণু কোন না কোন অবতার রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে অধর্মের বিনাশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন— এমনই রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়। বর্তমান সময়ে সেই অবতার কি CBI বা ED? দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা প্রমত্ত জনতাকে শান্ত করার জন্য কখনও নকুলদানা বিলি করেন। আবার কখনও বা ঢাকে চড়াম চড়াম শব্দ তোলেন, আবার 'সোনা গো, আমার!' সম্বোধনে মাতিয়ে তোলেন জনগণকে, সেই তিনিই বর্তমান সময়ে CBI -এর হাতে জব্দ। CBI নামক অবতারের ভয়ে (কথিত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা) বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েও শেষ রক্ষা হল না তার। অপরাধ— গরু পাচার-এর সাথে জড়িত! এটাই যদি তার অপরাধ হয়ে থাকে, তাহলে এখনই Action নেওয়া হল কেন? বহু আগেই নেওয়া হল না কেন? এগুলো সবই জনশ্রুতি। কারো কারো মতে- এর মূল কারণ '২৩-এর পঞ্চায়েত ভোট এবং '২৪-এর সংসদ নির্বাচন। লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল সরকারকে হঠানোই মূল উদ্দেশ্য। তাহলে বর্তমান সময়ের রাজনীতি কী এমন! কোন সরকারের পতন ঘটাতে হলে তার নেতামন্ত্রীদের দমন করে বা জেলে ভরতে হবে? জনগণের সেবা করে বা কল্যাণমূলক কাজ করে কী সম্ভব নয়! নাকি এটা শুধুই রাজ্য- কেন্দ্র দ্বৈরথ! ছোটকে দমিত করবার উপায় মাত্র! শিক্ষার দৌলতে হোক বা সোস্যাল মিডিয়া, বর্তমান সময়ের মানুষ শুধুমাত্র নকুল দানা বা চড়াম চড়াম শব্দে সন্তুষ্ট নন, তারা চায় সঠিক পরিষেবা। সুন্দর পরিকাঠামো। জীবনের নিশ্চয়তা, না হলে খবরই একদিন খবর হয়ে যায়।

ঢাকুরিয়া রাধাগোবিন্দ মন্দিরে নামযজ্ঞানুষ্ঠান ১৯শে

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নামযজ্ঞ সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ঢাকুরিয়া বকচরা মোড় সংলগ্ন শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ সেবা মন্দিরে। ভক্তপ্রাণ প্রয়াত অভিমন্যু বিশ্বাস ও উর্মিলা বিশ্বাস জীবিত কালে নাম সংকীর্তন সহ যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন, বর্তমানে তাঁদের সুযোগ্য পুত্র শিবুবাবু সাড়ম্বরেই সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছেন।

ভক্তপ্রাণ শিবুবাবু জানান, ১৮ আগস্ট সন্ধ্যায় অধিবাস ও মঙ্গলঘট স্থাপনের মধ্যদিয়ে নামযজ্ঞসহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অষ্ট প্রহর নাম সংকীর্তন শেষে সমবেত মানুষজনের মধ্যে মহা প্রসাদ বিতরণ করা হবে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশ্বাস বাড়ির আসন্ন এই ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে এলেকার ধর্মপ্রাণ মানুষজনের মধ্যে বেশ আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিষয়- বিজ্ঞান

তড়িৎ বিজ্ঞানের জনক মাইকেল ফ্যারাডের জীবন

অজয় মজুমদার

তড়িৎ বিজ্ঞানের ইতিহাসে যার অবদান অপরিসীম সেই বিজ্ঞানীর নাম মাইকেল ফ্যারাডে(১৭৯১ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন এক কামারের ছেলে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে লন্ডনের কাছে এক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। গরীব হলেও কামার তাঁর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে বালক মাইকেল বেশ ভালোই পড়াশোনা করছিলেন। কিন্তু এক নিষ্ঠুর মাস্টারমশায়ের দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে না পারায় মাইকেলের পড়াশোনায় ছেদ পড়ল অসময়ে। স্কুলের গন্ডি তিনি আর পার করতে পারলেন না।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ফ্যারাডে ভবঘুরে ছেলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। লন্ডনে তখন জর্জ রিবাউ নামে এক পুস্তক বিক্রেতা ছিলেন। তাঁর বই বাঁধানোর দোকান ছিল। ভবঘুরে ফ্যারাডে এই ভদ্রলোকের সুনজরে পড়ে গেলেন। জর্জ রিবাউ ফ্যারাডেকে বিনা পারিশ্রমিকে বই বাঁধানোর কৌশল শিখিয়ে দিলেন।

জর্জ রিবাউ-এর দোকানে বালক ফ্যারাডে বই বাঁধানোর কাজ করতে লাগলেন ও বাঁধাই- এর জন্য যে সব বই দোকানে আসতো, ফ্যারাডে সেগুলো যত্ন সহকারে পড়ে ফেলতে লাগলেন । বিদ্যুৎ আর রসায়ন বিদ্যার বই পড়তে তাঁর খুব ভালো লাগতো।

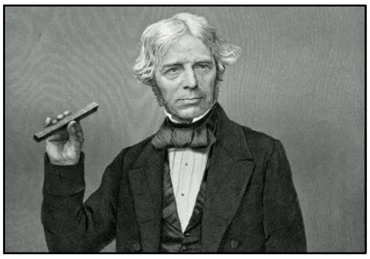

দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। ফ্যারাডে এখন আর বালকটি নন, বিশ বছরের যুবক। একদিন দোকানে বসে মন দিয়ে তিনি বিদ্যুৎ সম্পর্কিত একটি বই পড়ছিলেন। হঠাৎ সেখানে এক খরিদ্দার এলেন। তিনি ইংল্যান্ডের রয়েল সোসাইটির সভ্য। ফ্যারাডেকে মন দিয়ে বিজ্ঞানের বই পড়তে দেখে তিনি খুশি হলেন এবং তার নাম ধাম জেনে নিলেন। তারপর তাকে উপহার দিলেন চারখানি টিকিট। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক 'ডেভিড' লন্ডনে চারদিন বক্তৃতা দেবেন। সেই বক্তৃতা শুনতে হলে টিকিট কাটতে হবে। খরিদ্দারের কাছ থেকে সেই টিকিটই উপহার পেলেন ফ্যারাডে। চারদিন খুব মন দিয়ে ফ্যারাডে ডেভিডের বক্তৃতা শুনলেন। বক্তৃতার সারাংশ নিজের নোট বইতে সযত্নে লিখে রাখলেন।

কিছুদিন পরেই ফ্যারাডের শিক্ষানবিশ কাল শেষ হলো। তখন তিনি ভাবলেন— বাকি জীবনটা বই বাঁধানোর কাজ করে কাটাবেন, না তার প্রিয় বিষয় তড়িৎ বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করবেন? মন সায় দিলো শেষেরটিকে। তাই ফ্যারাডে ডেভিডের অধীনে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে ডেভিডকে তিনি একখানি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠির সঙ্গে ডেভিড বক্তৃতার সারাংশও সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে পাঠালেন। এতে কাজ হলো। কিছুকাল পরে ডেভিড তাঁর গবেষণাগারে কাজ করার জন্য আহ্বান জানালেন। মাইনে সপ্তাহে ২৫ শিলিং করে।

প্রতিভা থাকলে তার স্ফুরণ ঘটবেই। এক্ষেত্রেও তাই হল। সামান্য কাজ থেকে শুরু করে ফ্যারাডে একদিন ডেভিডের সহকারীর পদে উন্নিত হলেন ও শেষে নিজেও স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে লাগলেন। আবিষ্কার করতে লাগলেন চমকপ্রদ সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। তখন ডেভিডকে একদিন বলতে শোনা গেল— ফ্যারাডেই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

তড়িৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়ার ফল প্রত্যক্ষ করা যায়— সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করলেন মাইকেল ফ্যারাডে। ফ্যারাডে একটি কাচপাত্র নিলেন। পাত্রটিতে পারদ ভরলেন। একটি দন্ড চুম্বককে পারদপূর্ণ পাত্রের মাঝখানে খাড়াভাবে দাঁড় করালেন। চুম্বক দণ্ডের এক প্রান্ত পাত্রের পারদের মধ্যে ডুবে রইলো। অপর প্রান্ত রইল পারদের উপর মাথা তুলে। তড়িৎ প্রবাহের উপর চুম্বকের বিস্ময়কর প্রভাব প্রত্যক্ষ করে অবাক হলেন ফ্যারাডে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনলেন ওই পরীক্ষাটি দেখতে। ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮২৪ সালে তাকে ইংল্যান্ডের রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হয়। তাছাড়া তাঁর নামকে অমর করে রাখার জন্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ধারণ ক্ষমতার ব্যবহারিক এককের নাম রাখা হয় 'ফারাড '।

সভ্যতার আগ্রাসনে বন্যপ্রাণীরা আজ দিশেহারা

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

দ্বিতীয়ত, অরণ্যের বুক চিরে যাওয়া রেললাইনে গভীর রাতে তীব্র হুইসেল বাজিয়ে ছুটে চলা ট্রেন বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করেছে অনেকটাই। ছোট নাগপুরের অরণ্য তো কবেই ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" -এর মুখ ঢেকে গিয়েছে নাগরিক লোলুপতায়। তেমনই ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্য অঞ্চলেও। তৃতীয়ত, বিশ্ব উষ্ণায়ন। এই উষ্ণায়নের ফলে আবহাওয়ার আমুল পরিবর্তন ঘটেছে,

তার প্রভাবও পড়ছে অরণ্যের ওপর। এছাড়া, চোরা শিকারীদের উৎপাত এবং বনের পশুদের বাসস্থানের কাছাকাছি মানুষের অবাধ যাতায়াতেও বাড়িয়েছে সমস্যাও। কাঠের চোরাকারবারি, বন্যপশুদের হত্যাকারী চোরাশিকারী আর শহরের সুখি বাবুদের ভ্রমণের দাপটে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এটাও একটা মস্ত বড় কারণ।

নির্জনতা প্রিয় বন্যপ্রাণীদের কাছাকাছি ক্যামেরার ফ্লাশ বা কোলাহলও বন্যপ্রাণীদের বাধ্য করেছে কোলাহলের দিকে চলে আসতে। কোনও বন্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ার পর মানুষের কৌতূহল এবং আক্রোশ থেকে এড়িয়ে পুনরায় তাদের বনে ফিরে যাওয়ার সংবাদ খুব একটা এই মুহূর্তে শোনা যাচ্ছে না। তবে আগে বহুবার বন দফতর তাদের পৌঁছে দিয়েছে গভীর জঙ্গলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হিংসার শিকার হয় বন্যপ্রাণীরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বনদফতর এবং বিট অফিসগুলির গাফিলতি ও দায়সারা মনোভাবও লোকালয়ে ঢুকেপড়া বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কিছুদিন আগেও জলদাপাড়া অরণ্যে চোরা শিকারীদের বন্দুকের গুলিতে একটি গণ্ডারের মৃত্যু ঘটেছে। এছাড়া তিনটি অরণ্যের বুক চিরে চলে যাওয়া রেললাইনে মাঝে মাঝে ট্রেনের ধাক্কায় হাতি সহ বেশ কিছু জীবজন্তুর মৃত্যু ঘটেছে গত কয়েক বছরে। এবছরেও লোকালয়ে প্রবেশ করার পর বাঘ, বুনো হাতি বা গণ্ডারের মৃত্যুর বেশ কয়েকটি খবর বণ্যপ্রাণী রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতার অভাবটাকেই তুলে ধরেছে। বন দফতর বা পশুপ্রমীরা বারবার সাবধান করা সত্ত্বেও প্রাথমিক সচেতনতা বোধও গড়ে ওঠেনি অধিকাংশ মানুষের মনে।

সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা উত্তরবঙ্গের এক শৃঙ্গ গণ্ডার অবশ্যই এ রাজ্যের সম্পদ। কিন্তু আস্তে আস্তে তা যদি সভ্য মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজের ফলে অবলুপ্তির পথে যায়, তা কখনই কাম্য নয়। মানুষের সংখ্যা বাড়লে কপালে ভাঁজ চওড়া হতে পারে ঠিকই, কিন্তু হাতির সংখ্যা বাড়লে মুখের হাসি চওড়া হওয়াই কাম্য। খবরে প্রকাশ, গত ২০১০ সাল পর্যন্ত হাতির সংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশটি। তবে সুখের খবর, হাতির আক্রমণে পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যু হলে অনুদান মূল্য এক লাখ থেকে বাড়িয়ে দু লাখ করেছে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার। প্রশ্ন উঠছে, কেন বারবার বণ্যপ্রাণী লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে ? সে প্রসঙ্গে বনাধিকারিদের বক্তব্য, এর প্রধান কারণ, বনে বণ্যপ্রাণীর সংখ্যা বাড়ছে। ফলে, জঙ্গলে খাদ্যের ঘাটতি হচ্ছে। তাই বণ্যপ্রণীরা লোকালয়ে চলে আসছে খাদ্যের সন্ধানে। দ্বিতীয়ত, আরও একটা বড় কারণ, বন-জঙ্গল সাফ করে যেভাবে মনুষ্য বসতি গড়া হচ্ছে, তাতে বাস্তুহারা পশুরা স্বাভাবিকভাবে লোকালয়ে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এছাড়াও পশুদের খাদ্যতালিকা বদল হওয়াও এর অন্যতম প্রধান কারণ। বনের ঘাস, গাছের লতা-পাতা ছাড়াও লোকালয়ে এলে মাঠের সতেজ ফসল পাওয়া যায়, যা পশুদের অতি প্রিয় খাদ্য। এই খাদ্যের লোভেই বণ্যপ্রাণীরা চলে আসছে লোকালয়ে।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বণ্যপ্রাণীরা লোকালয়ে নয়, মানুষ তাঁদের বসতি বাড়াতে বাড়াতে পশুদের বাসস্থানের দিকে প্রবেশ করছে। দ্বিতীয় কারণ, সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার খুবই কম পরিমাণ বন-জঙ্গল খাতে ব্যয় হয়।

সমস্ত দিক বিচার করলে পরিষ্কার বোঝ যাচ্ছে, পরিবেশগত ভারসাম্য বিষয়টি মাথায় রেখে ও প্রাথমিক দায়িত্ব নিতে হবে সমাজের সভ্য মানুকেই। পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সে পৃথিবীর অন্যতম বিরল প্রাণী এক শৃঙ্গ গণ্ডার পাওয়া যায়। অথচ, গত ২০০2 সালের শেষ দিকে চোরাশিকারিদের হাতে নিহত হওয়ার পর অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১৬টি। কিন্তু এখন সে অবস্থা অনেক পাল্টে গিয়েছে। সভ্যতার বিকাশের ফলে বণ্যপ্রাণী জগতের একাংশ যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তা দেখার দায়িত্ব অবশ্যই মানুষের।

তবুও প্রশ্ন ওঠে, বিপর্যয় কি শুধুই বন্যপ্রাণীদের? মানুষের নয়? মানব সভ্যতার নয়? মানুষ কি হিসাব রেখেছে প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পর থেকে কত দাম দিতে হয়েছে? প্রকৃতির কোলে নিবিড় পাঠের গোড়া থেকেই মিশেছিল যে সম্পর্কের দর্শন, তাকে ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছে প্রতিক্রিয়ার পালা। এ তো নিজের সঙ্গে প্রতারণার সামিল। অদ্ভুতভাবে সভ্য মানুষ যতটা প্রকৃতিকে ঠকিয়েছে, ঠিক ততটাই ঠকেছে তথাকথিত সভ্যতার বাইরে থাকা গ্রাম্য মানুষগুলো।

তাঁদের জীবন জুড়েই তো রয়েছে প্রকৃতিকে ভালবাসার কথা। আদিবাসীদের অনেক গোষ্ঠীর জীবনের অনেক পবিত্র কাজেই আজও জড়িয়ে থাকে প্রকৃতি। থাকে ফুল, ফল আর বণ্যপ্রাণীরা। আর প্রকৃতির সঙ্গে বেঁচে থাকা, তাই তাঁদের জীবন দর্শনের গোড়ায় সভ্যতার গর্বে গর্বিত সভ্য মানুষ তাঁদের রচনার কাল

চলবে...

হাবড়া বর্ণচোরা'র নাট্য কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ শহরের অন্যতম আবৃত্তি ও নাট্য সংস্থা হাবড়া বর্ণচোরা গত ২৭ জুলাই সংস্থার মহলা কক্ষে এক নাট্য কর্মশালা সংগঠিত করে। নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রূপান্তর এর সহযোগিতায় দিনভর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ২০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। নাটক শিক্ষা ও সমৃদ্ধি শীর্ষক এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অভিক দাঁ, নাট্যপরিচালক প্রতাপ সেন, অভিনেতা স্বরূপ দেবনাথ, সুবীর নারায়ণ দাস, চন্দন দেবনাথ, গৌতম দাস, দেবদত্ত কর্মকার প্রমুখ।

বর্ণচোরার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট প্রশিক্ষকগণকে ব্যাজ, রাখি ও গোলাপ ফুল দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন প্রশিক্ষনার্থীগনের অভিভাবিকাগণ, বর্ণচোরার সম্পাদকদ্বয় অব্দিক দাস ও টুম্পা বসু উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে শিশু শিক্ষাতে নাটকের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষনান্তে সকল প্রশিক্ষনার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন তাঁদের মায়েরা। শিশু শিক্ষার্থীদের প্রাণখোলা কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে সারাদিনের নাট্য কর্মশালা, সমাপ্তি লগ্নে চন্দন দেবনাথ এর সংগীতানুষ্ঠান ও মুন্না দাসের আবৃত্তি উপস্থিত সকলের প্রশংসালাভ করে। সাংস্কৃতিক কর্মী অব্দিক দাস ও মৌমিতা সেন এর পরিচালনায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

হরিচাঁদ ঠাকুর ও কালী মন্দিরে প্রণাম করে প্রচার শুরু তৃণমূলের

প্রতিনিধি : কাউন্সিলরের মৃত্যুতে বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত দিন ২১ আগস্ট। দিন কয়েক আগে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তারপরেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করেছে সব রাজনৈতিক দলগুলি। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দির ও কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রণাম করে প্রচার শুরু করলো তৃণমূল প্রার্থী পাপাই রাহা। তার সঙ্গে পুজো দিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ সহ কয়েকশ তৃণমূল কর্মী সমর্থক।

এদিন এলাকায় ডঙ্কা, ঢাক নিয়ে পদযাত্রা করে তৃণমূল। পথ চলতি মানুষের কাছে ভোট চান তাঁরা। ভ্যান চালক, রিক্সা চালকদের সঙ্গে করমর্দন করেন প্রার্থী। প্রার্থীকে নিয়ে বিশ্বজিৎ দাস বাড়িতে বাড়িতে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "আজকে আমাদের মিছিল দেখতে যেভাবে মানুষ ভিড় করেছিল এবং যেভাবে এলাকার মানুষ প্রার্থীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাতে আমরা নিশ্চিত গত বছরের থেকেও অনেক বেশি ভোটের ব্যবধানে এবার আমরা জয়লাভ করব। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "আজকে থেকে আমরা প্রচার শুরু করলাম। এখানে ডঙ্কা ঢাক নিয়ে প্রচার শুরু করা হয়েছে।"

সিপিএমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাচ্ছে। পাশাপাশি পথসভা ও মিছিল করবে এলাকায়। বিজেপির পক্ষ থেকেও বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করা হয়েছে।

বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, "আমরাও আগামীকাল থেকে এলাকায় মিছিল করব। বিজেপির জেলা সভাপতি সহ সব নেতারাই থাকবেন মিছিলে। মানুষ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভোট দেবে এবার।" সব রাজনৈতিক দলের প্রচার মিলিয়ে বনগাঁ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটের প্রচার জমজমাট।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ মৃত্যু হয়ে অস্বাভাবিক

উত্তম সাহা : বাগদা, প্রতি রাতের মত শুক্রবার দিনগত রাতে মালিকের খামারের ব্রয়লার মুরগী তুলতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো বাগদার এক তরতাজা যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সাগরপুর গ্রামের এক ব্রয়লার মুরগীর খামারীর বাড়িতে। মৃত ওই যুবকের নাম শানু পাল (২৪)। পরিবারসূত্রে জানা যায়, মালিকের ব্রয়লার খামারে ঢুকে ষ্ট্যান্ড ফ্যানে হাত দিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে তাকে দ্রুত নিকটস্থ বাগদা গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বাগদা থানার পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। সদাহাস্য এই কর্মবীর যুবকের অকাল মৃত্যু সংবাদ পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। এলাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রনায়

বাধাহীন গতিতে বেরিয়ে আসা চোখের জলে বিদায় জানায় তাদের আদরের শানুকে। বুকভরা আশা আর একগুচ্ছ অপুরনীয় স্বপ্নকে জীবন্ত সমাধি দিয়েই অকাল মৃত্যুর অদৃশ্য ঈশারায় সাড়া দিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেল শানু। যেন সারটা জীবন চোখের জল ফেলতেই রেখে গেল তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী, বাবা, মা, এক দাদা ও এক দিদি সহ অসংখ্য গুনগ্রাহীকে।

গয়েশপুর প্রান্তিক নাট্যতীর্থে বনমহোৎসব

সঞ্জিত সাহা ঃ গোবরডাঙার পার্শ্বস্থ গয়েশপুর প্রান্তিক নাট্য তীর্থ ও করুনাময়ী মিশন কর্তৃপক্ষ বিগত বছর গুলির মতো এবারও বৃক্ষরোপন উৎসবের আয়োজন করে। গত ৩০ জুলাই মিশন প্রাঙ্গণে আয়োজিত বনমহোৎসবে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন

গোবরডাঙার রেনেসাঁস বিজ্ঞান সংস্থার সম্পাদক অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী, খাঁটুরা চিত্তপট নাট্য দলের পরিচালক শুভাশিস রায় চৌধুরি, ছিলেন মেদিয়া ছাত্র কল্যাণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক প্রমুখ। প্রান্তিক নাট্যতীর্থ ও মিশনের কর্ণধার সমাজ কর্মী ও সংস্কৃতি প্রেমী অনিমেষ বসাক উপস্থিত বিশিষ্ট জনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন । সংস্থার সদস্যগন সকলকে বরণ করে নেন এবং প্রত্যেকের হাতে বৃক্ষের চারা তুলে দেন। বনমহোৎসবে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা প্রকৃতিকে সবুজ ও নির্মল এবং দূষণ মুক্ত করে তুলতে অনিমেষবাবু তথা করুণাময়ী মিশনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সংস্থার সদস্যগণ এদিন স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এলাকার রাস্তার দুধারে ৭৫ টি বিভিন্ন গাছের চারা রোপন করেন। এছাড়া এদিন খাঁটুরা চিত্তপট, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা, রেনেসাঁস, ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধিদের হাতে বেশ কিছু বৃক্ষের চারা তুলে দেওয়া হয়। প্রকৃতি প্রেমী অনিমেষ বসাক জানান, রাজ্য সরকারের বনদপ্তর থেকে বেশ কিছু বৃক্ষচারা এবং স্থানীয় নার্সারী থেকে কিছু ফল ও ফুলের চারা সংগ্রহ করা হয়েছে। অনিমেষবাবু আরোও জানান, এবারের বর্ষার মরশুমে এলাকায় দুই হাজার গাছের চারা রোপন ও বিতরণের লক্ষ্য মাত্রা নেওয়া হয়েছে।

সাড়ম্বরে পালিত হলো রাখীবন্ধন উৎসব

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : বৃহস্পতিবার রাখীবন্ধন উৎসব। ভাই এবং বোনের পবিত্র সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার একটি উৎসব এই রক্ষা বন্ধন বা রাখীবন্ধন। রক্ষাবন্ধনে বোনেরা তাদের ভাইয়ের কব্জিতে রাখি বাঁধেন। রাখীকে রক্ষা সূত্রও বলা হয়। ভার্চুয়ালের দুনিয়ায় দূরদূরান্ত থেকে রাখী আসছে ভাই ও দাদা দের জন্য।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় সাড়ম্বরে পালিত হলো রাখীবন্ধন উৎসব।

বৃহস্পতিবার বনগাঁর সাহিত্য একাডেমীর পরিচালনায় এবং আই.টি.আর.সি. (ITRC) কম্পিউটার ইন্সটিটিউট এর সহযোগিতায় রাখীবন্ধন উৎসব আয়োজন করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা সহ একাধিক অভিভাবক অংশগ্রহন করেন এদিনের রাখীবন্ধন উৎসবে।

গান, কবিতার সাথে নিত্য পথযাত্রীদের রাখী পরিয়ে উৎসাহিত করেন তাঁরা। সাহিত্য একাডেমীর পক্ষ থেকে শিক্ষক দেবদাস দেব বলেন, আমরা সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে সবাই একসাথে বাঁচার জন্য আজকের এই রাখীবন্ধন উৎসব আয়োজন করেছি। যার মাধ্যমে আমরা সম্প্রীতির বার্তা দিতে চাই।

এদিন সাহিত্য একাডেমীর পক্ষ থেকে বনগাঁ রামনগর রোড হয়ে, বাটা মোড় হয়ে বনগাঁ নীলদর্পন এর সামনে এসে রবীন্দ্র-মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁদের পথযাত্রা শেষ হয়।

প্রায় কয়েক হাজারও শিক্ষার্থীরা সামিল হয়েছিল আজকের রাখীবন্ধন উৎসবে। এমন উৎসবে সামিল হতে পেরে খুশি ছাত্র ছাত্রীরা।

বাবাকে মারধরের অভিযোগে ধৃত ছেলে

প্রথমপাতার পর...

অভিযোগ, সে সময় বাবাকে মারধর করে এবং মাকে উদ্দেশ্যে করে তাড়া করে। তাতেই পরিবারের সদস্যরা পেট্রাপোল থানায় অভিযোগ দায়ের করলে রতনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

দুর্নীতির অভিযোগ গ্রামবাসীর

প্রথমপাতার পর...

গোপা রায় বলেন, "বিজেপি ষড়যন্ত্র করে কিছু লোককে কাজে লাগিয়ে বাংলার নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্র সরকার তিন বছর টাকা দেয় না। ফলে আমরা কি করে টাকা দেব। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিজেপির অমৃতলাল বিশ্বাস। তিনি বলেন, "তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের তদন্ত ভেস্তে দিতে চায়। কারণ ওরা জানেন পুকুর চুরি হয়েছে। তদন্ত হলে পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য সহ তৃণমূলের সব সাগরেদরা জেলে যাবে।

রামচন্দ্রপুর স্কুলে নাট্য সেমিনার ও নাট্যানুষ্ঠান রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার

নীরেশ ভৌমিক ঃ ঠাকুরনগরের অদূরে গাইঘাটার রামচন্দ্রপুর পল্লীমঙ্গল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যলয়ে গত ৩ আগষ্ট নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় নাট্য প্রযোজনা ও সচেতনতামূলক সেমিনার। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে এদিনের

আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবীন দাস, উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের অন্যন্য শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার পরিচালক, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টচার্যকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

এরপর শুরু হয় রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা প্রযোজিত নতুন নাটক ভীষ্মের শরশয্যা। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের রচনা ও নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন গৌতম চক্রবর্তী, নয়ন হালদার, দিব্যেন্দু মন্ডল, দেবাশিস বিশ্বাস, স্মৃতি চক্রবর্তী, সমরেশ মল্লিক প্রমুখ।

মহাভাবতেব কাহিনী নির্ভর রূপক এই নাটকটিতে মূলত জলের অপচয় বন্ধ করে জল সংরক্ষন, নদী-নালা ও পুকুর সংস্কার, পুকুর ও জলাভূমি ভরাট বন্ধে উদ্যোগ গ্রহনের আহ্বান জানানো হয়েছে। অভিনয় শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা নাট্য পরিচালক শ্রী ভট্টচার্যকে নাটক সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করেন।

কবিতা বা কোন বিখ্যাত গল্প থেকে কি ভাবে নাটক রচনা করা যেতে পারে, তা নানা উদাহরণ সহ সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দেন নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ বাবু। এদিনের নাটক ও নাট্য আলোচনায় উপস্থিত শিক্ষার্থীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

বকচরায় বিজেপির স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছর গুলিরমতো এবারেও রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে রক্তের ঘাটতি পূরণ করতে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির চাঁদপাড়া পশ্চিম মন্ডল কমিটি। কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে গাইঘাটার বকচরা বাজারে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বনগ্রাম জে,আর, ধর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ জি পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীগণ মোট ৬৬ জন রক্তদাতার রক্ত সংগ্রহ করেন।

উদ্যোক্তা এবং রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে এদিনের শিবিরে বিশিষ্ট বিজেপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রাক্তন সৈনিক রামপদ দাস, স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদার, জেলা নেতৃত্ব চন্দ্রকান্ত দাস, দলনেতা তপন দাস, সঞ্জীব দাস প্রমুখ। মন্ডল সভাপতি বিশ্বিজিৎ বাবু উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ দলীয় নেতা কর্মীগণের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। নেতৃবৃন্দ আগামী ১৫ আগষ্ট জাতির ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস "আজাদী কা অমৃত" মহোৎসব সকলকে সাড়ম্বরে এবং শ্রদ্ধার সাথে পালন করার আহ্বান জানান। উৎসব প্রাঙ্গনের অস্থায়ী মঞ্চে মনোজ্ঞ সংগীত, নৃত্য ও শ্রুতি নাটকের অনুষ্ঠানে সমবেত মানুষজনকে মুগ্ধ করে।

ফেনসিডিল সহ ধৃত বাংলাদেশী পাচারকারী

প্রতিনিধি : সীমান্ত এলাকায় ভারত থেকে বাংলাদেশগামী একটি পণ্যবাহী ট্রেনে অনুসন্ধানের সময় এক পাচারকারীকে ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করতে দেখে তাঁকে আটক করে জাওয়ানেরা। তল্লাশি চালিয়ে ওই পাচারকারীর কাছ থেকে ১০৫ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়েছে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার পেট্রাপোল ইন্ডিকেটর চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃত পাচারকারীর পরিচয় মো. ইমরান খান। বাড়ি বাংলাদেশে।

শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হলো কচুরিপানার তৈরি রাখি

প্রথমপাতার পর...

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে ইছামতী নদী থেকে কচুরিপানা তুলে মহিলাদের হস্ত শিল্পের সামগ্রী তৈরি করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে ৫০০ মহিলাকে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কর্মশালার নাম ছিল, কচুরিপানা আনবে সোনা।

পুরসভা দেশ-বিদেশে কচুরিপানার সামগ্রী বিপণনের পরিকল্পনা করেছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে মহিলারা ইতিমধ্যে কচুরিপানার ব্যাগ, টুপি, রাখি, ফাইল সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা শিখছেন। তাঁরা কচুরিপানা দিয়ে ৩০ হাজার রাখি তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যে ১৩ হাজার রাখি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। একটি রাখির দাম ১৫ টাকা।

পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, কচুরিপানা দিয়ে তৈরি সামগ্রীর বিপুল চাহিদা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বরাত আসতে শুরু করেছে। কচুরিপানা থেকে শিল্পসামগ্রী তৈরি হলে নদী পরিষ্কার হওয়ার পাশাপাশি মহিলারাও স্বনির্ভর হবে বলে মনে করছেন বনগাঁবাসি।

গোবরডাঙায় নাবিক নাট্যম এর নিয়মিত নাট্য কর্মশালার উদ্বোধন

নীরেশ ভৌমিকঃ কিশোর মনের সঠিক পথ দেখানো ও আগামী প্রজন্মকে তৈরি করার লক্ষ্যে নাটকের শহর গোবরডাঙার নাবিক নাট্যম নিয়মিত নাট্য কর্মশালার অয়োজন করে। গত ৩১ জুলাই অপরাহ্নে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব ও পরিচালক শ্যামল দত্ত।

ছিলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সোমনাথ রাহা, সংস্থার সভাপতি ও স্বনামধন্য নাট্য নির্দেশক জীবন অধিকারী, সম্পাদক অনিল কুমার মুখার্জী, ছিলেন গোবরডাঙা নাট্যায়ণ এর পরিচালক নারায়ণ বিশ্বাস, চিরন্তন এর অজয় দাস প্রমুখ। সকলেই পুষ্প স্তবক ও উত্তরীয় প্রদানে নাট্যগুরু শ্যামলবাবুকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত তাঁর ভাষণে জানান, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা, শিল্প এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃতি ও নাটক মুখী করে তুলতে হবে। উপস্থিত অভিভাবকগণের উদ্দেশ্যে শ্যামলবাবু বলেন, তাঁদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার সাথে সুস্থ্য সংস্কৃতির সঙ্গী হতে গেলে নাবিক নাট্যম এর সাথে থাকতে হবে। সংস্থার নাট্য পরিচালক জীবন অধিকারী এদিন ২০ জন প্রশিক্ষনার্থীগণকে নিয়ে কর্মশালার কাজ শুরু করেন। সহযোগিতায় রয়েছেন সংস্থার সহ সম্পাদক অবিন দত্ত, কর্মশালায় উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করে আগামী দিনে আরও বৃহদাকারে কর্মশালা আয়োজনের অঙ্গীকার করেন নাবিক নাট্যম এর পরিচালকগণ।

রূপান্তর এর স্বেচ্ছা রক্তদান ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিকঃ শুধু নাটক পরিবেশন নয়, বছরভর নানা সামাজিক ও সেবামূলক কাজকর্মও করে থাকে নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার সুপ্রাচীন নাট্যদল রূপান্তর এর সদস্যগণ। গত ৭ আগষ্ট রূপান্তর আয়োজন করে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর। এদিন সকালে সংস্থা প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী সমীর কিশোর নন্দী, মনোরঞ্জন ঘোষ, নাট্যগুরু শ্যামল দত্ত, ডাঃ স্বপন ঘোষ, সংস্কৃতি প্রেমী মিহির চক্রবর্তী, পরিবেশ প্রেমী ও শিক্ষক ও ১০১ বারের রক্তদাতা অরিন্দম দে প্রমুখ। সংস্থার সভাপতি শশাঙ্ক শেখর দত্ত সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে পুস্পস্তবক ও ব্যাজ পরিয়ে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে রূপান্তর নাট্যদলের সদস্যদের এই সামাজিক সেবামূলক কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিন সংস্থার প্রাঙ্গনে ও পাশ্ববর্তী রাস্তার ধারে রূপান্তর এর সদস্যগণ বৃক্ষচারা রোপন করেন। সংস্থার সভাপতি শশাঙ্কবাবু ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মনোরঞ্জন ঘোষ সংস্থা প্রাঙ্গনে দুটি বৃক্ষ চারা রোপন করে আয়োজিত বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর সূচনা করেন। সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ও বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক প্রতাপ সেন জানান, এদিন ৫৪ জন সদস্য স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রাতে নাট্যানুষ্ঠান ও পরদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবসে কবি প্রনাম ও কবির স্মরণে অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলেকার বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি চোখে পড়ে।

মছলন্দপুরে সাহিত্য আলোচনা ও সাহিত্যিক সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাসের পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ৭ আগষ্ট মছলন্দপুরের বাসিন্দা বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাসের নতুনপল্লীর বাসভবনে এক আলোচনা সভা ও পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়। সুকৃতি বাবুর আহ্বানে এদিন বিভিন্ন জেলা থেকে জনা ৫০ কবি-সাহিত্যিক, লেখক, সমাজকর্মী সহ কয়েকজন সাংবাদিকও উপস্থিত হন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপিকা সর্বানী ব্যানার্জী, পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামানিক, বগুলা কলেজের অধ্যাপক তেজেন মণ্ডল, সুপ্রিয় ব্যানার্জী, সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত প্রমুখ। সুকৃতি বাবু উপস্থিত সকল বিশিষ্ট জনদের স্বাগত জানান। এদিন বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস প্রণীত জীবন সংগ্রাম, ড. আম্বেদকর শীর্ষক গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাবা সাহেব ভীম রাও আম্বেদকরের জীবন ও কর্মের উপর লেখা মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করায় সুকৃতি বাবুকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পুস্তক প্রকাশ অন্তে সমবেত ব্যক্তিগণ আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

৫৩৪ গ্রাম হিরোইন সহ ধৃত ৩ পাচারকারী

প্রতিনিধি : প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকার হেরোইন সহ ৩ পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল এস টি এফ। শুক্রবার রাতে বনগাঁ থানার পুলিশের সহযোগিতায় বনগাঁ কালিবাড়ি এলাকা থেকে তাদেরকে হিরোইন সহ গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম কার্তিক বিশ্বাস, অপু চক্রবর্তী, ছোট্টু সাহা। বাড়ি বনগাঁ থানার বিভিন্ন এলাকায়। তাদের গাড়ির মধ্য থেকে উদ্ধার হওয়া হেরোইনের পরিমাণ ৫৩৪ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। সূত্র মারফত খবর পেয়ে এদিন রাতে এস টি এফ ও বনগাঁ থানার পুলিশ কালিবাড়ি বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। সে সময় ধৃতরা একটি চার চাকা গাড়ির মধ্যে ছিল। পুলিশ তাদের আটক করে গাড়িটি তল্লাশি চালালে গাড়ির ভেতর থেকে হেরোইন উদ্ধার হয়। জেরায় ধৃতরা জানায় তারা পাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। শনিবার সকালে, ধৃতদের বনগাঁ মহাকুম আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

গোবরডাঙায় শিল্পায়ন ও রামকৃষ্ণ মিশনের যৌথ উদ্যেগে নাট্য বিদ্যালয়ের উদ্বোধন ৪ সেপ্টেম্বর

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম প্রাচীন নাট্যদল শিল্পায়ন এর প্রয়াস অবশেষে সার্থক হতে চলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়মঠ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে আগোমী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে শিল্পায়ন এর দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফসল নাট্য বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন। গত ৬ আগষ্ট শিল্পায়ন

স্টুডিও থিয়েটারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিষয়টি জানালেন শিল্পায়ন এর প্রাণ পুরুষ নব প্রতিষ্ঠিত নাট্য বিদ্যালয়ের সভাপতি আশিস চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম ও নাট্যনির্দেশক চাঁদপাড়া এ্যাক্টোর পরিচালক সুভাষ চক্রবর্তী। শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার কর্ণধার আশিস বাবু বলেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আপ্ত বাক্যকে পাথেয় করে নাটকের চর্চা ও প্রসারে রামকৃষ্ণ মিশন আমাদের এই নাট্য বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে। এটা আমাদের কাছে একটা বড় পাওয়া। এটা একটা ইতিহাস। মিশন মানব সেবায় সারা বিশ্বব্যাপী কাজ করে থাকে। মিশনের মহারাজ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজী ও স্বামী শ্রাস্ত্রজ্ঞানন্দজী এ ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন শিল্পায়ন এর অন্যতম শুভানুধ্যয়ী অধ্যাপক দীপঙ্কর মল্লিক। আশিষ বাবু বলেন, একদিন বা দুদিনের কর্মশালায় নাটক শেখা সম্ভবপর নয়। প্রয়োজন ধারাবাহিক নাট্যচর্চার। সেজন্যই এখানে এই নাট্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভাবনা আমাদের বহুদিনের। ইতিমধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলা থেকে নাট্যামোদী ছেলে মেয়েরা নাটক শিখতে আসছে। সকলের সহযোগিতায় আগামী দিনে এই নাট্যবিদ্যালয় শুধু গোবরডাঙা নয়, সারা দেশের গর্ব হয়ে উঠবে। তিনি ক্ষোভের সাথে বলেন, আগে সংবাদ মাধ্যম মফঃস্বলের নাট্য চর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দিত না। এখন অবশ্য দেওয়া শুরু করেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোও বিশেষভাবে সহযোগিতা করছে।

আশিষ বাবু আরোও জানান, আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে নাট্য বিদ্যালয়ের ১ বছরের এই সার্টিফিকেট কোর্সের সূচনা হবে। মিশনের স্বামীজিরা থাকবেন। ৯-১৪ ও ১৪ বৎসরের উর্ধ্বে এই দুটি বিভাগে প্রতি রবিবার ক্লাস হবে। এছাড়া প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় বড়দের ক্লাস হবে। প্রতি রবিবার সকালে ভর্তি নেওয়ার কাজ চলছে। কোর্স শেষে সফল শিক্ষার্থীগণকে রাামকৃষ্ণ মিশন প্রদত্ত শংসাপত্র প্রদান করা হবে। সকল শিক্ষার্থীগণ ভবিষ্যতে মঞ্চ, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে অভিনয়ের সুযোগের সম্ভাবনা থাকছে বলে শ্রী চ্যাটার্জী প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু স্ত্রীর, আহত স্বামী

প্রতিনিধি : বাসের ধাক্কায় স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হল মহিলার। আহত হল তার স্বামী। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার বনগাঁ বাগদা সড়কের আরামডাঙ্গা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলার নাম শিপ্রা বিশ্বাস (৩৮)। আহত স্বামীর নাম মনোতোষ বিশ্বাস। বাগদা থানার হেলেঞ্চা মন্ডবঘাটার বাসিন্দা। ঘটনার পর স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে কিছু সময় রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে মনোতোষ তাঁর স্ত্রী শিপ্রাকে নিয়ে স্কুটিতে করে বনগাঁয় আসছিলেন। বারাসাতে তাদের ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার কথা ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আরামডাঙ্গা এলাকা দিয়ে যাবার সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি বাস স্কুটিতে ধাক্কা মারলে স্কুটি থেকে ছিটকে পড়ে শিপ্রা ও মনোতোষ। শিপ্রার মাথায় আঘাত লেগে গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

পড়ুন পড়ান
সার্বভৌম সমাচার
HTTPS://WWW.SARBABHAUMASAMACHAR.IN/
বিজ্ঞাপনের জন্য এখনই যোগাযোগ করুন

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

HALL MARK
বনগাঁয় সবার মুখে এক কথা—
রমারি ডিজাইন, গহনার গড়নে সাবেকিয়ানা,
আধুনিকতায় অনন্য প্রতিষ্ঠান
আমাদের গহনার মজুরী সবার থেকে কম

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বনগাঁওতে নিয়ে এল আপনাদের সাধ্যের মধ্যে আধুনিক ডিজাইনের উন্নতমানের চশমার ফ্রেম এবং পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
এছাড়া সমস্ত রকমের Contact Lens পাওয়া যায়।
চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন (৮৯৬৭০২৪১০৬) এই নম্বরে।
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দৃষ্টি
DUTTAPUKUR
DRISTI NATYASANSTHA
ESTD.:1990, Regd. No.:S/1L/9581
Nebadhai Mannapara, Duttapukur, North 24 Pgs,, PIN- 743248, W.B
স্যালুট ডে
দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার বাইশ
15th August-2022 11:00 Am to 7:pm
বুলবুল কমিউনিটি হল দত্তপুকুর টালিখোলা
Email : dristi.duttapukur@gmail.com

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**